আমাদের সবারই নারীবাদী হওয়া উচিত

শিমামান্দা ন'গোজি আদিচে•

ভাষান্তর : উম্মে ফারহানা

ওকোলামা ছিল আমার ছোটবেলার সেরা বন্ধুদের মধ্যে একজন। আমার গলিতেই থাকত সে, বড়ো ভাইয়ের মতন আমাকে দেখেশুনে রাখত; আমার কোনো ছেলেকে পছন্দ হলে আমি ওকোলামার মতামত জানতে চাইতাম। ওকোলামা খুব রসিক আর বুদ্ধিমান ছিল, সবসময় সামনের দিকে চোখা কাউবয় বুট পরতো। ২০০৫-এর ডিসেম্বরে, দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় এক বিমান দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। এখনো পর্যন্ত এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা আমার জন্য খুব কঠিন। ওকোলামা ছিল এমন একজন যার সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারতাম, হাসতে পারতাম আর সত্যিকার অর্থেই কথা বলতে পারতাম। ওকোলামাই প্রথম ব্যক্তি যে আমাকে নারীবাদী বলেছিল।

তখন আমার বয়স প্রায় চৌদ্দ। ওর বাসায় বসে তর্ক করছিলাম আমরা, দুজনেই নিজেদের পড়া বই থেকে আধাআধি জ্ঞান নিয়ে খুব উত্তেজিত। কী নিয়ে তর্ক হচ্ছিল সেটা আর এখন মনে নেই। এটুকু মনে আছে, আমি যখন তর্ক করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি তখন ওকোলামা আমার দিকে চেয়ে বলল, "তুমি তো দেখি নারীবাদী"।

এটা কোনো প্রশংসার কথা নয়। আমি তার বলার ভঙ্গিতেই বুঝতে পেরেছিলাম, যে ভঙ্গিতে কেউ বলবে– "আরে তুমি তো দেখি সন্ত্রাসবাদের সমর্থক"।

আমি ঠিক জানতাম না এই 'ফেমিনিস্ট' শব্দটার আসল অর্থ কী। আর আমি যে জানি না সেটা ওকোলামাকে জানাতেও চাচ্ছিলাম না। কাজেই আমি কথাটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তর্ক করতে থাকলাম। তক্ষুনি ঠিক করলাম, বাসায় গিয়ে প্রথমেই ডিকশনারিতে দেখে নেব এই শব্দের মানেটা কী।

এবারে খানিকটা এগিয়ে বছরখানেক পরের কথায় আসি।

• শিমামান্দা ন'গোজি আদিচের জন্ম ১৯৭৭ সালে নাইজেরিয়ার এনুগু প্রদেশে। নাইজেরিয়ার সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত লেখক ও নারীবাদী তিনি। প্রকাশিত উপন্যাস তিনটি : *পার্পল হিবিস্কাস* (২০০৩), *হাফ অফ এ ইয়েলো সান* (২০০৬) আর *আমেরিকানা* (২০১৩); ছোটগল্প সংকলনের নাম *দ্য থিং এরাউন্ড ইয়োর নেক* (২০০৯)। উই শুড অল বি ফেমিনিস্টস শিরোনামের প্রবন্ধটি মূলত তাঁর একটি বক্তৃতার লিখিত রূপ। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থটির নাম *ডিয়ার ইজেয়াওয়েলেঅর এ ফেমিনিস্ট ম্যানিফেস্টো ইন ফিফটিন সাজেশনস*, প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ সালে। বুকার প্রাইজ, অরেঞ্জ প্রাইজসহ আরো অনেকগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছেন উপন্যাস আর ছোটগল্পের জন্য।

বক্তৃতার লিংক :
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists/transcript?language=en

২০০৩ সালে আমি একটি উপন্যাস লিখি, পার্পল হিবিসকাস নামে, বইটা এক লোককে নিয়ে যে তার বউকে পেটাত, তার গল্পটা খুব ভালোমতো শেষ হয় না। যখন আমি বইটার প্রচারণা চালাচ্ছিলাম নাইজেরিয়াতে, এক সাংবাদিক, নিপাট ভদ্রলোক, এসে বললেন, তিনি আমাকে কিছু উপদেশ দিতে চান। (আপনারা হয়ত জানেন, নাইজেরিয়ানরা খুব দ্রুততার সঙ্গে অযাচিত উপদেশ দিয়ে থাকেন)।

তিনি বললেন, লোকে বলছে আমার উপন্যাসটা নারীবাদী উপন্যাস, তাঁর উপদেশটা হলো– বলতে বলতে দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ছিলেন তিনি, যে, আমার কখনোই নিজেকে নারীবাদী হিসেবে দাবি করা উচিত নয়, যেহেতু নারীবাদীরা হলো অসুখী মহিলা, কেননা তারা বর খুঁজে পায় না।

তো আমি ঠিক করলাম, নিজেকে বলব 'একজন সুখী নারীবাদী'।

তারপর একজন একাডেমিক, নাইজেরিয়ান ভদ্রমহিলা, আমাকে বললেন যে নারীবাদ আমাদের সংস্কৃতি নয়, নারীবাদ হলো আফ্রিকাবিরোধী। আমি নিজেকে নারীবাদী বলছি আসলে পশ্চিমা বই দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে (এতে আমি বেশ মজা পেলাম, কারণ আমার প্রথমদিককার পড়াশোনা ছিল খুবই অনারীবাদী : ষোলো বছর হবার আগেই আমি প্রতিটি মিলস অ্যান্ড বুনস রোমান্স পড়ে ফেলেছিলাম। আর প্রতিবারই যাকে বলে 'ক্লাসিক নারীবাদী বই' পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়ে যেতাম, কষ্ট করে শেষ করতে হতো)।

যাহোক, যেহেতু নারীবাদ আফ্রিকাবিরোধী, তাই আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজেকে এখন থেকে বলব একজন সুখী আফ্রিকান নারীবাদী। তখন আমার এক প্রিয় বন্ধু বলল যে নিজেকে নারীবাদী বলার অর্থ হলো আমি পুরুষদের ঘৃণা করি। তখন আমি ঠিক করলাম যে নিজেকে দাবি করব একজন সুখী আফ্রিকান নারীবাদী হিসেবে যে পুরুষদের ঘৃণা করে না। কিছু ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই একজন সুখী আফ্রিকান নারীবাদী যে পুরুষদের ঘৃণা করে না, যে লিপগ্লস আর হাইহিল পরতে পছন্দ করে নিজের জন্যেই, পুরুষদের জন্যে নয়।

অবশ্যই এগুলো অনেকটাই হালকা খোঁচাখুঁচি ধরনের আলাপ; কিন্তু এতে যা বোঝা যায় তা হলো, নারীবাদ শব্দটাই খুব ভারী, একটা নেতিবাচক ভার এটা, ধরে নেওয়া হয় যে আপনি পুরুষদের ঘৃণা করেন, আপনি অন্তর্বাস ঘৃণা করেন, আপনি আফ্রিকান সংস্কৃতিকে ঘৃণা করেন, আপনি মনে করেন নারীদের সবসময় কর্তৃত্ব করতে হবে, আপনি সাজেন না, আপনি শেইভ করেন না, আপনি ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করেন না।

আমার ছোটবেলার একটা গল্প বলা যাক :

আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম, নাইজেরিয়ার দক্ষিণপূর্ব অংশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শহর ন'সুকাতে, আমার শিক্ষিকা বললেন, ক্লাসে একটা পরীক্ষা হবে আর যে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সে হবে ক্লাস মনিটর। ক্লাস মনিটর মানে বিরাট ব্যাপার। আপনি যদি ক্লাস মনিটর হন, তাহলে ক্লাসে যারা গণ্ডগোল করে প্রতিদিন তাদের নাম লিখতে পারবেন, এটাই প্রচুর ক্ষমতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু টিচার আবার হাতে রাখার জন্য একটা বেতও দেবেন, যখন ক্লাসে গণ্ডগোল কমানোর জন্য হাঁটাহাঁটি করবেন আপনি। অবশ্য বেতটা আসলেই ব্যবহার করার অনুমতি দেবেন না। কিন্তু নয় বছর বয়সে

এটাই আমার জন্য খুব উত্তেজনাকর প্রস্তাব। আমি খুব করে চাচ্ছিলাম ক্লাস মনিটর হতে। আর আমি সর্বোচ্চ নম্বর পেলাম পরীক্ষাটায়।

তখন, আমাকে খুবই অবাক করে দিয়ে টিচার বললেন যে ক্লাস মনিটরকে হতে হবে ছেলে। উনি এটা আগে পরিষ্কারভাবে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, ধরে নিয়েছিলেন যে এটা স্পষ্টই। একটা ছেলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল, সে-ই মনিটর হবে।

আরো মজার ব্যাপার হলো, ছেলেটা ছিল খুবই মিষ্টি ভদ্র ধরনের একটা বাচ্চা, যার লাঠি হাতে নিয়ে ক্লাসকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। এ ব্যাপারে আমি আবার ছিলাম ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

কিন্তু আমি মেয়ে আর সে ছেলে আর তাই সে-ই ক্লাস মনিটর হলো।

আমি এই ঘটনাটা কোনোদিন ভুলি নি।

আমরা বারবার একটা কাজ করলে সেটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। একই ঘটনা বারবার যদি ঘটতে থাকে, সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। শুধু ছেলেদেরই যদি ক্লাস মনিটর বানানো হয়, একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা সবাই ভাবব, অসচেতনভাবে হলেও, যে, ক্লাস মনিটরকে ছেলেই হতে হবে। আমরা যদি দেখতে থাকি যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শুধু পুরুষরাই হচ্ছেন, এমন মনে হওয়া শুরু হবে যে পুরুষদের প্রতিষ্ঠানপ্রধান হওয়াটাই 'প্রাকৃতিক'।

প্রায়ই আমি একটা ব্যাপারে ভুল করি; ভাবি যে আমার কাছে যা খুব স্পষ্ট তা বাকিদের কাছেও তেমনি স্পষ্ট হবে। আমার বন্ধু লুইয়ের কথাই ধরা যাক, যে একজন ঝকঝকে প্রগতিশীল যুবক। আলাপের সময় সে বলে, "আমি আসলেই বুঝি না তোমরা কী পার্থক্যের কথা বলো, মেয়েদের জন্য কোন জিনিসটা কঠিন। হয়ত এমন আগে ছিল কিন্তু এখন আর নেই। এখন নারীদের জন্য সবকিছু খুব চমৎকার"। আমি বুঝতে পারি নি, লুই কেন এমন প্রমাণিত একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছে না।

আমি দেশে ফিরতে খুব ভালোবাসি। যখন নাইজেরিয়ায় যাই, অনেক সময় কাটাই লেগোসে, সেটা দেশের সবচেয়ে বড়ো নগর আর ব্যবসায়িক কেন্দ্র। অনেক সময় সন্ধ্যায় যখন গরম কমে যায় আর শহরের ব্যস্ততাও একটু কমে, আমি বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের মানুষদের নিয়ে কোনো রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফেতে যাই। এমন এক সন্ধ্যায় আমি আর লুই বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেরিয়েছিলাম।

লেগোসে একটা চমৎকার ব্যাপার আছে। এক দঙ্গল শক্তসমর্থ লোক নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামনে ঘুরেফিরে বেড়ায় আর খুব নাটকীয়ভাবে আপনার গাড়ি পার্ক করতে 'সাহায্য' করে। লেগোস প্রায় ২ কোটি মানুষের এক মহানগর, লন্ডনের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে, নিউইয়র্কের চেয়ে বেশি উদ্যোগপ্রবণতা পাওয়া যায়, আর সেইজন্যে মানুষ সবরকমভাবে জীবিকার পথ খুঁজে পেতে এখানে আসে। অধিকাংশ বড়ো শহরেই সন্ধ্যার দিকে পার্কিং-এর জায়গা পাওয়া খুব শক্ত। এই যুবকেরা লোকজনকে পার্কিং-এর জায়গা খুঁজে দেওয়ার কাজটা করে। এমনকি জায়গা পাওয়ার পর আপনাকে সেখানে নিয়েও যাবে তারা আর কথা দেবে যে আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনার গাড়িটা 'দেখেশুনে' রাখবে। সেদিন যে যুবক আমাদের পার্কিং-এর জায়গা খুঁজে দিল, তার নাটকীয় ভঙ্গি দেখে বেশ মুগ্ধ হলাম। তাই চলে আসবার আগে তাকে বখশিস দেব বলে ঠিক করলাম। ব্যাগ খুললাম, টাকা বের করলাম আর তার হাতে

দিলাম। লোকটা, খুব খুশি আর কৃতজ্ঞ হয়ে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিল, তারপর লুইয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ সাহ্'।

লুই আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "ও আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে কেন? আমি তো ওকে টাকা দিই নি"। তখন আমি দেখলাম, লুইয়ের চেহারায় উপলব্ধির আভাস। লোকটার বিশ্বাস, আমার কাছে যত টাকাই থাকুক, সেটা আসলে লুইয়ের কাছ থেকে পাওয়া। কেননা লুই একজন পুরুষ।

নারী আর পুরুষ আলাদা। আমাদের হরমোন আলাদা, যৌনাঙ্গ আলাদা, জৈবিক সামর্থ্য আলাদা– নারীরা সন্তান ধারণ করতে পারেন, পুরুষেরা পারেন না। পুরুষদের টেস্টোস্টেরন বেশি থাকে এবং সাধারণত নারীর তুলনায় অধিক শারীরিক শক্তির অধিকারী হন তারা। পৃথিবীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে একটু বেশি– পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ নারী– কিন্তু ক্ষমতাবান আর সম্মানিত পদগুলো পুরুষদের দখলে। পরলোকগত কেনিয়ান নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ওয়াঙ্গারি মাথাই খুব সহজে চমৎকারভাবে বলেছেন, যত উপরের দিকে যাবেন, তত কম নারী পাবেন।

সাম্প্রতিক মার্কিন নির্বাচনের সময়ে লিলি লেডবেটার আইন নিয়ে খুব কথা হচ্ছিল। সুন্দর নামের পেছনে যদি যাই, ব্যাপারটা আসলে এমন : আমেরিকায় একজন নারী আর পুরুষ একই কাজ করেন একই যোগ্যতা নিয়ে, কিন্তু পুরুষ বেশি বেতন পান কেননা তিনি পুরুষ।

কাজেই আক্ষরিক অর্থেই পুরুষ দুনিয়া শাসন করে। হাজার বছর আগে এর একটা মানে ছিল। কেননা মানবজাতি তখন এমন এক দুনিয়ায় বাস করত, যেখানে শারীরিক শক্তিই ছিল টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে জরুরি বৈশিষ্ট্য। শারীরিক সামর্থ্য যাদের বেশি, তাদেরই নেতৃত্ব দেওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। পুরুষদের শারীরিক শক্তি সাধারণত বেশি (অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে)। আজ আমরা বাস করছি ব্যাপকভাবে ভিন্ন একটি পৃথিবীতে। নেতৃত্ব দেবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি সে নয় যে কিনা শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী। বরং সে যে বেশি বুদ্ধিমান, বেশি জ্ঞানী, বেশি সৃষ্টিশীল, বেশি উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো হরমোন নেই। পুরুষ আর নারী একইরকমভাবে বুদ্ধিমান, সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল হতে পারে। আমরা বিবর্তিত হয়েছি। কিন্তু আমাদের জেন্ডারের ধারণা খুব একটা বিবর্তিত হয় নি।

বেশিদিন আগে নয়, আমি নাইজেরিয়ার সবচেয়ে ভালো একটা হোটেলের লবি দিয়ে ঢুকছিলাম। প্রবেশপথের একজন দারোয়ান এসে আমাকে থামিয়ে বিরক্তিকর সব প্রশ্ন করতে থাকল– যার সঙ্গে দেখা করতে গেছি তার নাম কী, রুম নাম্বার কত, সেই লোক আমার পরিচিত কি না, আমার কাছে কোনো কার্ড আছে কি না যা দিয়ে আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমি একজন গেস্ট। এর কারণ হলো, একজন নাইজেরিয়ান মেয়ে একা একা কোনো হোটেলে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া হয় যে সে একজন যৌনকর্মী। সম্ভবত একজন নাইজেরিয়ান নারী একা কোনো হোটেলের গেস্ট হয়ে নিজের ঘরের ভাড়াটা মেটাতে পারেন না। একই হোটেলে ঢুকতে যাওয়া একজন পুরুষ কখনো এই হয়রানির শিকার হন না। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে তিনি নিশ্চয়ই বৈধ কোনো কারণেই সেখানে গেছেন। (কিন্তু, প্রসঙ্গক্রমে বলি, কেন এই হোটেলগুলো যৌনকর্মীদের চাহিদার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জোগানের দিকে দেয়?)

লেগোসে অনেক নামী ক্লাব আর বারে আমি একা যেতে পারি না। ওরা আপনাকে ঢুকতেই দেবে না আপনি যদি হন একা একজন নারী। আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন পুরুষসঙ্গী থাকতে হবে। তাই আমার কিছু পুরুষবন্ধু যারা ক্লাবে আসে, ভেতরে যায় সম্পূর্ণ অপরিচিত নারীদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে। তারা এমন নারী যারা নিজের মতন করে এসেছে, ভেতরে ঢোকার জন্য 'সাহায্য' চাওয়া ছাড়া যাদের কোনো উপায় নেই।

প্রতিবার আমি যখন নাইজেরিয়ার কোনো রেস্টুরেন্টে যাই, পরিচারকেরা আমার সঙ্গের পুরুষকে অভিবাদন জানায়, আমাকে অগ্রাহ্য করে। এই পরিচারকেরা যে সমাজের তৈরি তা তাদের শিখিয়েছে পুরুষ নারীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমিও জানি এটা কোনো ক্ষতিকর মনোভাব নয়, কিন্তু একটা বিষয় বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা এক ব্যাপার আর আবেগ দিয়ে অনুভব করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। যতবার তারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, আমি অদৃশ্য অনুভব করি। আমি বিমর্ষ হই। আমি তাদের বলতে চাই, আমি ঠিক ততটুকুই একজন মানুষ যতটুকু একজন পুরুষ, ততটুকুই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। এগুলো খুব ছোটখাটো বিষয়, কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট বিষয়গুলোই সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয়।

বেশিদিন আগের কথা নয়, আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম– লেগোসে অল্পবয়সী নারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে। এক পরিচিত ব্যক্তি আমাকে বললেন, ওটা খুব রাগী একটা লেখা আর আমার উচিত নয় এত রেগে গিয়ে কিছু লেখা। কিন্তু আমি তাতে ক্ষমাপ্রার্থী নই। অবশ্যই ওটা রাগী লেখা। জেন্ডার যেভাবে কাজ করে তা একটি ভয়াবহ অন্যায়। আমি রাগান্বিত। আমাদের সকলেরই রাগান্বিত হওয়া উচিত। ইতিহাস বলে, রাগ সবসময় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছে। রাগের সঙ্গে সঙ্গে আমি আশাবাদীও, কেননা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সামর্থ্যে।

কিন্তু রাগের ব্যাপারে আরেকটা সতর্কতা শুনতে পেলাম সেই পরিচিত ব্যক্তির স্বরে। সেটা লেখার বিষয়ে যতটা, ঠিক ততটাই আমার চরিত্র নিয়ে। রাগ, সেই পরিচিতের স্বর বলছিল, নারীর জন্য উপযোগী নয়। আপনি যদি নারী হন, তাহলে আপনি রাগ প্রকাশ করবেন না, কেননা এটি হুমকিস্বরূপ। আমার এক বন্ধু, একজন আমেরিকান নারী, একটা ম্যানেজারের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন এক পুরুষের কাছ থেকে। তাঁর আগেরজন ছিলেন কড়া ধাতের লোক, বিশেষত টাইমশিটে স্বাক্ষর করার ব্যাপারে খুব বেশি নিয়মনিষ্ঠ। আমার বন্ধু দায়িত্ব পেয়েই ভেবে নিলেন তিনিও আগেরজনের মতই নিয়মনিষ্ঠ হবেন, তবে আগেরজনের চেয়ে খানিকটা দয়ালু। কর্মীদের যে পরিবার আছে তা আগেরজন বুঝতেন না। তিনি ভাবলেন, তিনি তা বোঝেন। কাজে যোগদানের মাত্র সপ্তাহখানেক পরেই তিনি একজন কর্মীকে টাইমশিটে জালিয়াতির ব্যাপারে তিরস্কার করেছিলেন, তাঁর আগের ম্যানেজারও ঠিক তাই করতেন। কিন্তু সেই কর্মী উপরের ম্যানেজমেন্টের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। বললেন যে তিনি উগ্র এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করা কঠিন। অন্য কর্মীরাও তাঁকে সমর্থন করলেন। বললেন যে তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন যে আমার বন্ধু তাঁর দায়িত্বে কিছুটা 'নারীস্পর্শ' যোগ করবেন, যা তিনি করেন নি।

এটা কারো মনে হলো না যে তিনি ঠিক তাই করছেন, যা করবার জন্য একজন পুরুষ ম্যানেজার প্রশংসিত হতেন।

আমার আরেক বন্ধু, ইনিও একজন মার্কিন নারী, কাজ করেন বিজ্ঞাপনী সংস্থার খুব উঁচু একটি পদে। তাঁর টিমের দুইজন মাত্র নারীর মধ্যে তিনি একজন। একবার এক মিটিংয়ে তিনি বললেন যে, তাঁর বসের একটা আচরণে খুবই অসম্মানিত বোধ করেছিলেন। তাঁর বস তাঁর মন্তব্য অগ্রাহ্য করে ঠিক একই ধরনের একটি কথার জন্য প্রশংসা করলেন যখন তা একজন পুরুষ বললেন। তিনি ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইলেন, বসকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইলেন, কিন্তু করলেন না। বরং মিটিং শেষে বাথরুমে গিয়ে কাঁদলেন, তারপর আমাকে ফোন করলেন বলে হালকা হবার জন্যে। তিনি কিছু বললেন না কারণ তিনি চান নি কেউ তাঁকে উগ্র মনে করুক। নিজের ক্ষোভ স্তিমিত হতে দিলেন।

আমাকে যা পীড়া দেয়, এই বন্ধুসহ আরো আমেরিকান নারী বন্ধুদের ব্যাপারে– তা হলো, তাঁরা নিজেদের 'পছন্দনীয়' করে তোলার জন্য কতটা ব্যস্ত। কীভাবে তাঁরা বেড়ে উঠেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে তাঁদের পছন্দনীয় হয়ে ওঠাটা খুবই জরুরি আর এই 'পছন্দনীয়' হবার গুণাবলি এমন একটা বিশেষ ব্যাপার যার মধ্যে রাগ দেখানো, উদ্ধত হওয়া বা খুব উচ্চস্বরে দ্বিমত পোষণ করা অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমরা অনেক বেশি সময় ব্যয় করে মেয়েদের শেখাই ছেলেরা তাদের নিয়ে কী ভাবছে তা নিয়ে চিন্তা করতে। কিন্তু বিপরীতটা ঘটে না। আমরা ছেলেদের শেখাই না 'পছন্দনীয়' হয়ে ওঠার ব্যাপারে আদৌ পরোয়া করতে। আমরা অনেক সময় ব্যয় করি মেয়েদের এটা বলতে যে তারা রাগান্বিত, উদ্ধত বা দৃঢ় হতে পারবে না, এটা যথেষ্ট খারাপ। আবার আমরা ছেলেদের দিকে ফিরে একই কারণে তাঁদের প্রশংসা করি বা মাফ করে দিই। সারা দুনিয়ায় বহু বহু ম্যাগাজিন আর্টিকেল আর বই আছে মেয়েদের কী করতে হবে, কেমন হতে হবে, কেমন হওয়া যাবে না, কী করে পুরুষদের আকর্ষণ করা বা সন্তুষ্ট রাখা যাবে তা শেখাবার জন্য। এর চেয়ে অনেক কম সংখ্যক রয়েছে পুরুষের জন্য নারীকে সন্তুষ্ট করা শেখানোর গাইড।

আমি লেগোসে একটা লেখালেখির কর্মশালা পরিচালনা করি। সেখানে এক অল্পবয়সী মেয়ে বলল যে, তার এক বন্ধু নাকি তাকে বলেছে আমার 'নারীবাদী আলাপ' না শুনতে। তা না হলে সে এমন সব ধারণা পাবে যে সেটা তার বিয়ে ভেঙে দিতে পারে। এটি একটি হুমকি, বিয়ে ভেঙে যাওয়া বা বিয়ের সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যাওয়া, যা আমাদের সমাজে নারীদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় পুরুষদের তুলনায়।

জেন্ডার সারা দুনিয়ায়ই একটি বড়ো ব্যাপার। আজ আমি বলতে চাই যে আমাদের উচিত স্বপ্ন দেখতে শুরু করা এবং ভিন্ন একটি পৃথিবীর জন্য পরিকল্পনা করা, যে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার আছে। এমন একটি পৃথিবী যেখানে আরো সুখী নারী-পুরুষ বাস করেন, যারা নিজেদের প্রতি সৎ এবং এখান থেকেই তা শুরু করা দরকার। আমাদের উচিত আমাদের কন্যাসন্তানদের ভিন্নভাবে বড়ো করা। আমাদের উচিত আমাদের পুত্রসন্তানদেরও ভিন্নভাবে বড়ো করা।

আমরা আমাদের ছেলেদের যেভাবে পালন করি, তাতে তাদের একটা বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়। তাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করি আমরা। আমরা পৌরুষকে *ভীষণ* সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকি। পৌরুষ একটি ছোট্ট শক্ত খাঁচা, যার ভেতরে আমরা ছেলেদের পুরে দেই।

আমরা ছেলেদের ভীত করে তুলি ভয় সম্পর্কে, দুর্বলতা সম্পর্কে, নাজুকতা সম্পর্কে। আমরা তাদের শেখাই তাদের সত্যিকারের সত্তাটিকে লুকিয়ে রাখতে। কেননা তাদের হতে হবে, নাইজেরিয়ার ভাষায় যাকে বলে *শক্ত পুরুষ*।

মাধ্যমিকে পড়া দুটো ছেলে আর মেয়ে বেড়াতে যাবে, দুজনেই খুব অল্প পকেট খরচ পায়। তবু আশা করা হয় ছেলেটাই সব খরচ জোগাবে, সবসময়, পৌরুষ প্রমাণের জন্য। (আর আমরা আশ্চর্য হই, ছেলেরাই কেন বাবা-মায়ের পয়সা বেশি চুরি করে)।

কেমন হতো যদি ছেলে আর মেয়ে উভয়েই এমনভাবে বড়ো হতো যাতে তারা পৌরুষের সঙ্গে টাকাপয়সার যোগ না করে? যদি তাদের মনোভাব 'ছেলেদের বিল দিতে হয়' না হয়ে 'যার বেশি আছে সে খরচ দেবে' হতো? অবশ্যই ঐতিহাসিক সুবিধাপ্রাপ্তির কারণে আজকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের কাছেই বেশি থাকে। কিন্তু আমরা যদি ভিন্নভাবে বাচ্চাদের বড়ো করি, তাহলে পঞ্চাশ বছরে, একশো বছরে, ছেলেদের ওপর আর্থিক সামর্থ্য দিয়ে পৌরুষ প্রমাণ করার বোঝা আর থাকবে না।

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ যে কাজটি আমরা পুরুষদের প্রতি করেছি, তাদের শক্ত হতে হবে এই অনুভূতি দিয়ে– তা হলো, তাদের ইগোকে প্রচণ্ড ভঙ্গুর করে দিয়েছি। একজন পুরুষ যতটা শক্ত হতে বাধ্য হন, তাঁর ইগো ততটাই দুর্বল হয়ে যায়।

আর এরপর আমরা আরো বড়ো ক্ষতি করি মেয়েদের, কেননা তাদের বড়ো করা হয় পুরুষের ভঙ্গুর আমিত্ববোধের পরিপূরক হতে।

আমরা মেয়েদের শেখাই তাদের সত্তাকে সংকুচিত করতে, নিজেদের ছোট করে ফেলতে।

আমরা মেয়েদের বলি, "তোমার উচ্চাশা থাকতে পারে, কিন্তু খুব বেশি নয়। তোমার সফল হবার উদ্দেশ্য থাকা উচিত, তবে সেটা অনেক বেশি সফল নয়, তা না হলে সেটা পুরুষের জন্য হুমকিস্বরূপ। যদি পুরুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক এমন হয় যে তুমিই ব্যয়ভার বহন করো, তাহলে দেখাবে যে তুমি তা করো না, বিশেষত লোকসমক্ষে, তা না হলে তাকে তুমি খোজা করে ফেলবে"।

কেমন হয় যদি আমরা এই প্রচলিত বিশ্বাসটাকেই প্রশ্ন করি? কেন একজন নারীর সাফল্য পুরুষের জন্য হুমকি? কেমন হয় যদি আমরা *খোজাকরণ* শব্দটাকেই বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নিই– আমি জানি না আর কোনো শব্দকে আমি এর চেয়ে অপছন্দ করি কি না।

এক নাইজেরিয়ান পরিচিত লোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি এটা নিয়ে চিন্তিত কি না যে পুরুষেরা আমার সামনে অপ্রতিভ বোধ করেন।

আমি মোটেই চিন্তিত ছিলাম না। আমার কখনো মনেই হয় নি যে এটা কোনো চিন্তার বিষয়। কেননা যাঁরা আমার সামনে অপ্রতিভ হবেন, তাঁরা এমন ধরনের পুরুষ যাঁদের প্রতি আমার কোনো আগ্রহই নেই।

তবু, ব্যাপারটা আমাকে পীড়িত করেছে, কারণ আমি মেয়ে। আশা করা হয় যে আমি বিয়েতে উৎসাহী হব। আশা করা হয় যে আমি জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মাথায় রাখব যে বিয়ে সবচাইতে

গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ে একটা ভালো ব্যাপার হতে পারে; আনন্দ, ভালোবাসা আর পারস্পরিক সমর্থনের উৎস হতে পারে। কিন্তু তাহলে কেন শুধু মেয়েদেরই বিয়েতে উৎসাহী হতে শেখাই আমরা, ছেলেদের নয়?

আমি একজন নাইজেরিয়ান নারীকে চিনি, যিনি নিজের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন, যেন তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী পুরুষেরা পিছিয়ে না যায়।

আমি একজন অবিবাহিত মেয়েকে চিনি, কনফারেন্সে যাবার সময় যিনি আঙুলে বিয়ের আঙটি পরে যান। কারণ তাঁর মতে এটি তাঁকে 'সম্মান দেয়'।

দুঃখের ব্যাপার হলো, বিয়ের আঙটি তাঁকে সম্মানের যোগ্য করে তোলে আর আঙটি না থাকলে তাঁকে সহজেই খারিজ করে দেওয়া চলে– এই হলো আধুনিক কর্মক্ষেত্রের অবস্থা।

আমার চেনা অনেক অল্পবয়সী মেয়েকে দেখি প্রচণ্ড চাপে থাকে– পরিবার থেকে, বন্ধুদের থেকে, এমনকি কাজের জায়গা থেকে– বিয়ের জন্য এই চাপ এতই বেশি যে তাঁরা প্রায়ই ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

আমাদের সমাজ মেয়েদের শেখায় একটা নির্দিষ্ট বয়সে এসেও অবিবাহিত থাকলে একে দেখতে হবে একটা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে। অথচ একটা ছেলে অবিবাহিত থাকলে দেখা হয় যেন সে এখনো পছন্দ করে উঠতে পারে নি।

এমন কথা বলা খুব সহজ "কিন্তু তাহলে মেয়েরা এই পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করলেই তো পারে"। কিন্তু বাস্তবতা আরো কঠিন আর জটিল। আমরা সবাই সামাজিক জীব। আমরা আমাদের ধ্যানধারণাগুলো পাই আমাদের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া থেকে।

এমনকি যে ভাষায় আমরা বিয়েসংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করি সেটাও খুব আধিপত্যমূলক, অংশীদারিত্বমূলক নয়।

নারী আর পুরুষ উভয়েই বলেন, "সংসারে শান্তির জন্য এটা করলাম"।

যখন পুরুষেরা একথা বলেন, সাধারণত দেখা যায় এটা এমন কোনো কিছু যা তাদের এমনিতেও করা উচিত নয়। হালকা স্বরে বন্ধুদের সঙ্গে বলা এসব কথা শেষ পর্যন্ত তাঁদের পৌরুষ প্রমাণ করে– যেমন, "আরে, আমার বউ বলেছে রোজ রাতে ক্লাবে যাওয়া চলবে না, তাই, সংসারে শান্তি রাখার জন্য, আমি শুধু উইকেন্ডে যাই"।

আর নারীরা যখন বলেন, "সংসারের শান্তির জন্য করলাম", দেখা যায় সেটা তাঁর চাকরি, কেরিয়ারে উন্নতির সম্ভাবনা, এমনকি কোনো স্বপ্ন ছেড়ে দেওয়া।

আমরা মেয়েদের শেখাই সম্পর্কে সমঝোতা এমন একটা ব্যাপার যা আসলে নারীকেই করতে হয়।

আমরা মেয়েদের বড়ো করি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে– চাকরি বা কোনো অর্জনের ক্ষেত্রে নয়, আমার মতে সেটা অনেক ভালো– এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরুষের মনোযোগ পাবার জন্য।

আমরা মেয়েদের শেখাই তাঁদের মধ্যে যৌনতা সেভাবে থাকতে পারবে না যেভাবে ছেলেদের মধ্যে আছে। আমাদের যদি পুত্রসন্তান থাকে, তাঁদের প্রেমিকাদের ব্যাপারে জানলেও আমরা কিছুই মনে করি না। কিন্তু কন্যাদের প্রেমিকদের বেলায়? আল্লাহ মাফ করুন (অথচ আমরা আশা করি মেয়ে সময়মতো একটি সুপাত্রকে বাড়ি নিয়ে আসবে)।

আমরা মেয়েদের ওপর খবরদারি করি। কৌমার্যের জন্য তাদের প্রশংসা করি কিন্তু ছেলেদের করি না (আর এই ব্যাপারটা আমাকে খুব অবাক করে, কীভাবে এটা সম্ভব? যেহেতু কৌমার্যহরণের প্রক্রিয়ায় বিপরীতলিঙ্গের দুজন মানুষের অংশগ্রহণ দরকার)।

কিছুদিন আগে নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তরুণী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, অনেক অল্পবয়সী নাইজেরিয়ান, নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটা এমন : "হ্যাঁ, ধর্ষণ করা অন্যায়, কিন্তু একটা মেয়ে চারটা ছেলের সঙ্গে এক রুমে কী করছিল?"

যদি পারি, চলুন এই প্রতিক্রিয়ার ভয়ানক অমানবিকতাটুকুকে ক্ষমা করে দিই। এই নাইজেরিয়ানরা এমন বিশ্বাস নিয়ে বড়ো হয়েছে যে নারী স্বভাবতই অপরাধী। আর তারা বেড়ে উঠেছে এমন ধারণা নিয়ে যে পুরুষেরা আসলে অসভ্য প্রাণী, যাদের কাছ থেকে ন্যূনতম আত্মনিয়ন্ত্রণ আশা করা যায় না।

আমরা মেয়েদের শেখাই লজ্জা– *পা নামিয়ে বসো*, *গা ঢেকে রাখো*। আমরা তাদের এমন অনুভূতি দিই যেন মেয়ে হয়ে জন্মে তারা একটা অপরাধ করে ফেলেছে। তাই মেয়েরা নারী হয়ে উঠতে উঠতে বলতে পারে না যে তাদের আকাঙ্ক্ষা আছে। তারা নিজেদের নীরব করে রাখে। ভান করাটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায় তারা।

আমি এমন একজন মেয়েকে চিনি যে গার্হস্থ্য কাজ একেবারে অপছন্দ করে, কিন্তু পছন্দ করার ভান করে, কারণ সে শিখেছে 'ভালো বউয়ের গুণাবলি'। তাকে হতে হবে, নাইজেরিয়ায় যাকে বলে *ঘরোয়া*। তারপর তার বিয়ে হলো আর তার বরের বাড়ির লোকেরা অভিযোগ করা শুরু করল সে নাকি পালটে গেছে। আসলে সে পালটে যায় নি। সে শুধু নিজে যা নয় তার ভান করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।

জেন্ডারসংক্রান্ত মূল সমস্যা হলো, এটি নিদান দেয় আমাদের কেমন হওয়া *উচিত*, আমরা আসলে কেমন তার স্বীকৃতি না দিয়ে। ভাবুন তো আমরা কত ভালো থাকতাম, মুক্ত থাকতাম, যদি নিজেদের সত্যিকারের সত্তাটুকু নিয়ে বাঁচতাম, জেন্ডারের প্রত্যাশার চাপ না থাকত আমাদের ওপর।

ছেলেরা আর মেয়েরা জৈবিকভাবে আলাদা সেটা অনস্বীকার্য, কিন্তু সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এই পার্থক্যটুকুকে অতিরঞ্জিত করে তোলে। রান্নার কথাই ধরা যাক। আজকে নারীরা সাধারণভাবে ঘরের কাজ পুরুষের চাইতে বেশি করে– রান্না, ধোয়ামোছা ইত্যাদি। কিন্তু কেন? এটা কি এজন্য যে নারীরা রান্নার জিন নিয়ে জন্মায় নাকি তারা রান্নাটাকে নিজের কাজ ভেবে নিয়ে বেড়ে উঠেছে সেজন্য? আমি বলতে যাচ্ছিলাম হয়ত মেয়েরা রান্নার জিন নিয়েই *জন্মায়*, কিন্তু ততক্ষণে আমার মনে পড়ল পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত রাঁধুনি, যাদের আদিখ্যেতা করে বলা হয় 'বাবুর্চি'– তারা পুরুষ।

আমি আমার দাদিকে দেখতাম, অত্যন্ত মেধাবী একজন নারী, আর ভাবতাম উনি কী হতে পারতেন যদি যৌবনে পুরুষের সমান সুযোগ পেতেন। আজকে নারীর জন্য বেশি সুযোগ রয়েছে, আমার দাদির সময়ের তুলনায়। কেননা আইন এবং পরিকল্পনায় পরিবর্তন এসেছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু যা আরো বেশি জরুরি তা হলো আমাদের মনোভাব, আমাদের মানসিকতা।

কেমন হতো, যদি শিশুদের বড়ো করার সময় আমরা জোর দিতাম তাদের জেন্ডারের ওপর নয় বরং তাদের *কর্মক্ষমতার* ওপর? কেমন হতো যদি আমরা জোর দিতাম তাদের জেন্ডারের বদলে তাদের *আগ্রহের* ওপর?

আমি আমার জেন্ডারসম্পর্কিত বিভিন্ন শিক্ষা ভুলে যাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মাঝে মাঝে জেন্ডার প্রত্যাশার সামনে আমি বেশ দুর্বল অনুভব করি।

প্রথমবার যখন আমি লেখালেখির ক্লাস নিচ্ছিলাম, বেশ চিন্তিত ছিলাম। চিন্তা আমার পড়ানোর বিষয় নিয়ে নয়, বরং আমি কী পরব তা নিয়ে। আমি চাচ্ছিলাম আমাকে সিরিয়াসলি নেওয়া হোক।

আমি এটা ভাবছিলাম কারণ আমি মেয়ে, আমাকে স্বাভাবিকভাবেই নিজের *যোগ্যতা* প্রমাণ করতে হবে। আর আমি ভাবছিলাম আমাকে যদি খুব মেয়েলি দেখায়, তাহলে হয়ত আমাকে সিরিয়াসলি নেওয়া হবে না। আমি আসলেই লিপগ্লস আর মেয়েলি স্কার্ট পরতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তা না পরে আমি পরলাম খুব সিরিয়াস, খুব পুরুষালি আর খুব বিশ্রী একটা স্যুট।

দুঃখজনক সত্যটা হলো, যখন বেশভূষার প্রসঙ্গ আসে, আমরা পুরুষকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিই। আমরা অনেকেই ভাবি একজন নারীকে যত কম মেয়েলি দেখাবে তাঁকে ততটাই বেশি সিরিয়াসলি নেওয়া হবে। একজন পুরুষ কোনো ব্যবসায়িক মিটিংয়ে যাবার সময় কী পরে যাচ্ছেন তার ওপর ভিত্তি করে নিজের সিরিয়াস হওয়া নিয়ে ভাবেন না– কিন্তু একজন নারী ভাবেন।

আমি সেদিন সেই বিশ্রী স্যুটটা না পরলেই পারতাম। সেদিন যদি আমি আজকের মতন আত্মবিশ্বাসী হতাম, তাহলে আমার শিক্ষার্থীরা বেশি উপকৃত হতো। কারণ তাহলে আমি বেশি স্বস্তিতে থাকতাম আর নিজের মতন করে পড়াতে পারতাম।

আমি ঠিক করেছি নিজের মেয়েলিত্ব নিয়ে আর লজ্জিত হব না। আমি আমার নারীসুলভ সকল বৈশিষ্ট্য নিয়েই সম্মানিত হতে চাই। কারণ আমার সেটা প্রাপ্য। আমি মেয়েলি এবং মেয়েলি হয়েই আনন্দিত। আমি হাইহিল পছন্দ করি, লিপস্টিক পরতে ভালোবাসি আর নারী বা পুরুষ আমার সাজগোজের প্রশংসা করলেও আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু প্রায়ই এমন পোশাকআশাক পরি যা পুরুষেরা পছন্দ করেন না বা 'বুঝতে' পারেন না। আমি সেগুলো পরি কারণ ওগুলো আমি পছন্দ করি আর পরে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

জেন্ডারসম্পর্কিত আলাপ সহজ নয়। এটা লোকজনকে অস্বস্তিতে ফেলে, মাঝে মধ্যে বিরক্তও করে। পুরুষ আর নারী উভয়েই এই আলাপগুলো এড়িয়ে যেতে চান, কিংবা দ্রুতই জেন্ডারসংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে খারিজ করে দিতে চান। কেননা প্রথাকে পালটানোর কথা ভাবাটা সবসময়ই অস্বস্তিকর।

কিছু মানুষ জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু *নারীবাদ* শব্দটা কেন? এভাবে কেন বলেন না যে আপনি মানবাধিকারে বিশ্বাসী?' কারণ সেটা হবে অসত্য। নারীবাদ অবশ্যই সার্বিকভাবে মানবতাবাদের অংশ– কিন্তু *মানবাধিকার*-এর মতন অস্পষ্ট শব্দ বেছে নেওয়ার মানে হবে বিশেষ রকমের এবং নির্দিষ্ট জেন্ডারসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এর মানে হবে এমন ভান করা যেন শত শত বছর নারীরা বঞ্চিত হয় নি। তা হবে একভাবে এটা দেখানো যে নারী লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার নয়। সমস্যাটা আসলে মানুষ হওয়া নিয়ে নয়, মেয়েমানুষ হওয়া নিয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী দুনিয়াতে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং একটা দল ক্রমাগত বঞ্চিত আর নিপীড়িত হচ্ছে। কাজেই সমস্যাটির সমাধানের জন্য আগে প্রয়োজন এই সত্যটুকুকে স্বীকার করে নেওয়া।

কিছু পুরুষ নারীবাদ শুনলেই ভয় পেয়ে যান। আমার মনে হয় এটা এসেছে ছেলেদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যেভাবে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি করে তাদের মধ্যে, যেভাবে তাদের নিজেদের মূল্য সম্পর্কে তারা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তার থেকে, যদি তারা *প্রাকৃতিকভাবেই* কর্তৃত্ব না পায়।

আর কিছু পুরুষ হয়ত এভাবে বলবেন, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আমি এভাবে ভাবি না। আমি আসলে জেন্ডার নিয়ে চিন্তাই করি না'।

হয়ত করেন না।

এটাও সমস্যাটির অংশ যে অনেক পুরুষ সক্রিয়ভাবে জেন্ডার নিয়ে *চিন্তা* করেন না বা জেন্ডার ব্যাপারটাকে লক্ষই করেন না। এটাও সমস্যার অংশ যে অনেক পুরুষ আমার বন্ধু লুইয়ের মতন ভাবেন যে আগে হয়ত পরিস্থিতি খারাপ ছিল কিন্তু এখন সবকিছু বেশ ঠিকঠাক আছে। এবং এই অধিকাংশ পুরুষ পরিবর্তনের জন্য কিছুই করেন না। যদি আপনি পুরুষ হন এবং রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় বেয়ারা শুধু আপনাকেই অভিবাদন জানায়, আপনার কি এটা বলার কথা মনে হয়, "কেন আপনি উনাকে (সঙ্গের নারী) অভিবাদন জানালেন না?" পুরুষদের উচিত এ ধরনের তথাকথিত সামান্য পরিস্থিতিতে উচ্চকণ্ঠ হওয়া।

জেন্ডার একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার। সহজেই এ সকল আলাপ বন্ধ করে দেওয়া চলে।

কিছু মানুষ আবার বিবর্তনবাদ, জীববিজ্ঞান আর বানরদের কথা তোলেন। কীভাবে মেয়ে বানরেরা পুরুষ বানরের সামনে ঝুঁকে যায়– এইসব আরকি। কিন্তু কথা হলো, আমরা বানর নই। বানরেরা গাছে ঝোলে আর কেঁচো খায়। আমরা তা করি না।

কিছু মানুষ বলবে, "আচ্ছা, গরিব পুরুষদেরও কঠিন সময় পার করতে হয়"। কথাটা সত্যিও।

কিন্তু সেটা এই আলাপের বিষয় নয়। জেন্ডার এবং শ্রেণি আলাদা। দরিদ্র পুরুষরা পুরুষ হিসেবে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন, ধনী হিসেবে না হলেও। আমি কালো পুরুষদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি কীভাবে প্রচলিত ব্যবস্থা শোষণের যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে এবং একটি অন্যটির ব্যাপারে অন্ধ হতে পারে। একবার আমার জেন্ডার বিষয়ে কথা বলবার সময় এক ভদ্রলোক বললেন, "কেন আপনাকে নারী হিসেবে কথাটা বলতে হবে? মানুষ হিসেবে কেন নয়?" এ ধরনের প্রশ্ন হলো একজন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ অভিজ্ঞতার ব্যাপারটিকে থামিয়ে দেওয়ার পন্থা। অবশ্যই আমি একজন মানুষ, কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন কিছু বিশেষ

ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেছে শুধু আমি নারী বলেই। এই একই ভদ্রলোক কিন্তু প্রায়ই নিজের কৃষ্ণাঙ্গ হবার অভিজ্ঞতা বলেন। (যা নিয়ে আমি হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারি, "কেন আপনি শুধু পুরুষ মানুষ বা মানুষ হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন না? কেন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ হিসেবে বলেন?")।

কিন্তু না, এটি জেন্ডারবিষয়ক আলাপ।

কিছু মানুষ বলবে, নারীরা পুরুষের তুলনায় নিচুস্তরের, কেননা এটাই আমাদের সংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। আমার খুব সুন্দর দুটো যমজ ভাতিজি রয়েছে, যাদের বয়স পনেরো। তারা যদি একশ বছর আগে জন্মাত তাহলে তাদের দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হতো। কারণ একশ বছর আগে ইগবো সংস্কৃতিতে যমজ সন্তানের জন্মকে দেখা হতো অভিশাপ হিসেবে। আজকে এই কাজ করা ইগবো সম্প্রদায়ের সকল মানুষের জন্য অকল্পনীয়।

সংস্কৃতির কাজটা কী? সংস্কৃতি মূলত একটি জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়। সংস্কৃতি মানুষকে তৈরি করে না, মানুষই সংস্কৃতি তৈরি করে। যদি এমন হয় যে নারীর সম্পূর্ণ মানবসত্তা আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে একে আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা।

আমি প্রায়ই আমার বন্ধু ওকোলোমার কথা ভাবি। সে এবং আর যারা সেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন সবার আত্মা শান্তি পাক। আমরা যারা তাকে ভালোবাসতাম তাকে সবসময় মনে রাখব। আর সে ঠিক বলেছিল, বহু বছর আগে যখন সে আমাকে নারীবাদী বলেছিল। আমি নারীবাদী। আর যখন আমি ডিকশনারিতে দেখেছিলাম *ফেমিনিস্ট* শব্দের অর্থ লেখা ছিল *: যে ব্যক্তি সকল লিঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যে বিশ্বাস করে*।

আমার প্রপিতামহী, গল্প শুনে জেনেছি, একজন নারীবাদী ছিলেন। তিনি যাকে বিয়ে করতে চান নি তাঁর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে নিজের পছন্দের পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি অস্বীকার করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন, উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন যখন তিনি নারী বলে বঞ্চিত হচ্ছিলেন জমির ভাগ থেকে বা কোনো ধরনের প্রবেশাধিকার থেকে। তিনি নারীবাদী শব্দটা জানতেন না। কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে তিনি নারীবাদী ছিলেন না। সর্বশ্রেষ্ঠ যে নারীবাদীকে আমি চিনি সে হলো আমার ভাই কেনে, খুবই দয়ালু, সুদর্শন এবং পুরুষোচিত তরুণ। আমার নিজস্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী নারীবাদী হলো কোনো পুরুষ বা নারী যিনি বলেন, "হ্যাঁ, জেন্ডারসংক্রান্ত একটা ঝামেলা আছে এখনো, যা আমাদের মেটানো উচিত, আমাদের আরো ভালো করা উচিত"।

আমাদের সবারই, নারী আর পুরুষ উভয়েরই, আরো ভালো করা উচিত।

সংক্ষেপিত টেড টক বক্তৃতা

উম্মে ফারহানা শিক্ষক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়। ummefarhanamou@gmail.com